

পরিবেশ দূষণ ও তার প্রতিকার

(সিডিঃ৭এনডিঃ)

আকাশ, বাতাস, মাটি, অরণ্য, পর্বত, নদ-নদী, বাসস্থান, পথঘাট নিয়ে মানুষের প্রাকৃতিক পরিবেশ। পরিবেশ মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে, এই পরিবেশ কিছুটা প্রাকৃতিক আর কিছুটা মানুষের সৃষ্টি। এই পরিবেশের মধ্যেই মানুষ জন্মায়, বড় হয়, মারা যায়। পরিবেশকে ঘিরেই মানুষের দেহ, মন, স্বভাব, ধ্যান ধারণা গড়ে ওঠে, নানা কারণে এই পরিবেশ যখন দূষিত হয় তাকে আমরা বলি পরিবেশ দূষণ। মানুষই পরিবেশকে দূষিত করে।

মানুষ দিনে দিনে যত সভ্য হয়েছে ততই সে প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর হস্তক্ষেপ করে পরিবেশকে নিজের প্রয়োজন মত গড়ে নিচ্ছে। যে গাছ অক্সিজেন দিয়ে মানুষকে বাঁচায়, মানুষ লোভে পড়ে সে গাছ নির্বিধায় কেটে ফেলে। মানুষ বাসস্থান তৈরি করেছে, কলকারখানা স্থাপন করেছে, গঠন করেছে গ্রাম, নগর, সৃষ্টি করেছে পথ, ঘাট, সেতু ও পরিবহন ব্যবস্থা। এই কারণে তারা বনভূমি ধ্বংস করেছে, নদ-নদীর প্রবাহ রুদ্ধ করেছে, কলকারখানার ধোঁয়ায় আকাশ বাতাস কলুষিত করেছে, পদে পদে প্রকৃতির ওপর হস্তক্ষেপ করে প্রাকৃতিক পরিবেশকে দূষিত করে তুলেছে।

ধোঁয়া ধুলো শহরের বাতাস বিষাক্ত করে চলেছে। দিনরাত গাড়ির শব্দ আর হর্নের বিকট আওয়াজ, মাইকের চিংকার বায়ুমণ্ডল ও পরিবেশকে বিশেষভাবে দূষিত করছে। রাস্তার ধারে জুপীকৃত আবর্জনা, খোলা ড্রেনের দুর্গন্ধ শহরের বাতাসে মিশে যাচ্ছে। এ বিষ মানুষেরও ক্ষতি করছে। বিষাক্ত পরিবেশে মানুষের মনও দূষিত হয়ে যাচ্ছে। প্লাস্টিক প্যাকেট বর্জন করতে বলা সত্ত্বেও মানুষ এখনও তা ব্যবহার করে চলেছে। নর্দমার মুখে সেই প্লাস্টিক জমা হয়ে জল জমছে। বর্তমানে যে পারমানবিক বোমার বিস্ফোরণ ও রকেট উৎক্ষেপণ চলছে তাতেও বায়ুমণ্ডল দূষিত হচ্ছে।

পরিবেশ দূষণের ফলে মানুষ, বিশেষতঃ শিশুরা, নানাভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ছে। সর্বক্ষণ দূষিত ও শব্দময় পরিবেশে থাকায় মানুষের স্নায়ু দুর্বল হচ্ছে। হৃদরোগ, শ্বাসকষ্ট আর বধিরতা বেড়ে যাচ্ছে। এর ফলেই নানারকম দুরারোগ্য ব্যাধি দেখা দিচ্ছে। তাই আমাদেরই দায়িত্ব পরিবেশকে দূষণ মুক্ত করা।

এই কাজ করতে হলে সরকার আর জনসাধারণকে এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে। কলকারখানা লোকালয় থেকে দূরে স্থাপন করতে হবে। নদীগুলোকে আবর্জনার হাত থেকে বাঁচাতে হবে। যানবাহনের ধোঁয়া ও গ্যাসের পরিশোধন ব্যবস্থা করতে হবে। নালা, নর্দমার আধুনিকীকরণ এবং সবার ওপরে বন সংরক্ষণ ও বন সৃজন করতে হবে। সরকার এবং জনসাধারণের মিলিত প্রচেষ্টায় পরিবেশ দূষণ মুক্ত হবে। পরিবেশের বিশুদ্ধতাই মানুষের ভাল ভাবে বেঁচে থাকার প্রধান সহায়ক।